২৬-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় উঠে বাবার স্মরণের ঘি ঢাললে আত্মারূপী জ্যোতি সদা জাগ্রত থাকবে।"

প্রশ্নঃ- কোন্ কর্তব্য কেবল সন্তানদের-ই, বাবার নয়?

উত্তরঃ- বাচ্চারা বাবাকে বলে যে অমুক আত্মীয়ের বুদ্ধির তালা খুলে দাও... কিন্তু বাবা বলেন যে এটা আমার কাজ নয়। তোমার বুদ্ধির তালা খোলা আছে তাই তুমিই অন্যদের বুদ্ধির তালা খুলে তাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বানাও অর্থাৎ সকলকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তির রাস্তা দেখাও।

গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো, নতুন যুগ প্রায় এল রে...

ওম্ শান্তি। তোমরা জাগ্রত বাচ্চারা বসে আছ, এরপর অন্যদেরকেও জাগাতে হবে। অজ্ঞানের নিদ্রা থেকে জাগাতে হবে। তোমরা ক্রমানুসারে জেগে আছ কারণ তোমরা প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাও। যিনি জাগিয়েছেন তিনি বলেন - সজনীরা, তোমরা ভুলে যেওনা। এটা হল স্মরণরূপী ঘি। মানুষ মারা গেলে প্রদীপে ঘি দেয় যাতে সেটা নিভে না যায়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা স্মরণ করতে থাক। স্মরণ করার জন্য অর্থাৎ ঘি ঢালার জন্য ভোরবেলা হল উপযুক্ত সময়। ভোরবেলা স্মরণ করলে অনেকক্ষণ সেই স্মৃতি থাকবে। তোমাদের প্রদীপ নিভন্ত আছে, এখন স্মরণের দ্বারা সেই প্রদীপ জাগাচ্ছ। তোমাদের প্রদীপ এখন জাগছে। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে প্রদীপ জাগ্রত থাকবে, একেই দীপমালা বলা হয়। রুদ্রমালা এবং দীপমালা... ব্যাপারটা তো একই। স্মরণ তো শিববাবাকেই করতে হবে। তোমরা তো আসলে রুদ্রমালার দানা অর্থাৎ নির্বাণধামের নিবাসী। সেই ধামকে শিববাবার ধাম অথবা রুদ্রধামও বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমাদেরকে বাবার কাছে যেতে হবে। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত হল - স্মরণের দ্বারাই আত্মারূপী প্রদীপ জাগবে। গায়ন আছে যখন শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয়েছিল তখন শ্রেষ্ঠ এবং সত্য ধর্মের স্থাপন হয়েছিল। তোমরা এখন সংখ্যায় অনেক। ক্রমানুসারে যত বেশীজন জাগবে তত বেশী জনকে জাগাতে সক্ষম হবে। প্রদীপ জাগানোর জন্য ভোরবেলায় উঠে ঘি ঢালতে হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই। ঘি ঢালা অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা, এর দ্বারা আত্মা পবিত্র হতে থাকে। আগে আত্মা পতিত ছিল অর্থাৎ আত্মার জ্যোতি নিভন্ত ছিল। এখন বাবাকে স্মরণ করলে জ্যোতি জেগে যাবে এবং বিকর্মেরও বিনাশ হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে থাকবে। এখন আত্মার ওপর অজ্ঞানের ছায়া পড়েছে। বাবা হলেন সবথেকে বড় সার্জেন (শল্য চিকিৎসক)। তিনি কোনও স্থূল ঔষধ দেন না। তিনি কেবল বলেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। এই স্মরণের মধ্যেই সমস্ত ঔষধ আছে। স্মরণের দ্বারাই ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। দুনিয়াতে অনেক রকমের যোগ শেখায়। সেই যোগ শিখে পালোয়ান হওয়া যায়। অনেক পরিশ্রম করে। তোমরা এখন মহাবীর হচ্ছ। পবিত্রতাকেই মহা বীরত্ব বলা হয়। এর দ্বারা আয়ুও অনেক বেড়ে যায়। বাবার স্মৃতির দ্বারা শক্তিও প্রাপ্ত হতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। তাই এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাক। সন্ন্যাসীরাও পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করে। কিন্তু তারা তো অনেক দূরে জঙ্গলে চলে যায়। এখানে তোমাদেরকে গৃহস্থে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। তোমরা জানো যে এই সন্ন্যাস করলে অনেক প্রাপ্তি হবে। ওই সন্ন্যাসীরা তো জানে না যে আমাদের আদৌ মুক্তি মিলবে কিনা। তাদেরকে তো পুনর্জন্মতে আসতেই হবে। কিন্তু তোমাদেরকে

আর এই মৃত্যুলোকে আসতে হবে না, তোমরা অমরপুরীতে যাবে। তফাৎ তো আছেই। সন্ন্যাসীরা যতই হঠযোগ করুক, তাদেরকে তো এই মৃত্যুলোকে থাকতেই হবে। তোমরা বাচ্চারা এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাবে, তাই পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ওরা এই পরিশ্রম করতে ভয় পায়। ভাবে যে গৃহস্থে থেকে আমরা যোগী হতে পারব না। সন্ন্যাসী হয়ে প্রাপ্তি কি হবে সেই সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। ওদের সামনে কোনও লক্ষ্য-ই নেই, তোমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। ওরা তো কখনোই বলবে না যে আমরা নতুন দুনিয়াতে যাব। ওরা তো মুক্তিধামে যাবে। কিন্তু সেটা ওরা জানে না। তোমরা রাজত্বে উঁচু পদ পাওয়ার প্রচেষ্টা করছ। এর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। এক্ষেত্রে আশীর্বাদ কিংবা কৃপা করার ব্যাপার নেই। এমন নয় যে আশীর্বাদ করে আমার স্বামীর বুদ্ধির তালা খুলে দাও। আমি কি সকলের বুদ্ধির তালা খুলে দেব? তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। কিন্তু এরপরেও তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। বাবা কারোর বুদ্ধির তালা খোলেন না। নাটক অনুসারে যে বাচ্চা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে তাকে তো আসতেই হবে। আগের কল্পে যার বুদ্ধির তালা খুলেছিল এই কল্পেও তার-ই খুলবে। তবে শুভচিন্তক হয়ে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। তাদের প্রতি করুণা তো হয় যে এরাও ধনবান হয়ে যাক। বুদ্ধির তালা খুলে স্বর্গে চলে যাক, স্বর্গের মালিক হয়ে যাক। এটাই হল তোমাদের কাজ। ওরা সসীমের (হদের) সন্ন্যাস করে, আর তোমাদের হল অসীমের (বেহদের) সন্ন্যাস। তোমরা অসীম রাজত্ব পেতে চাও আর ওরা চিরকালের জন্য মুক্তি চায়। ওদের সেই মুক্তি তোমাদের জীবনমুক্তির মত। চিরকালের জন্য মুক্তি হওয়া তো সম্ভব নয়। পূনর্জন্ম নিতেই হবে। বাচ্চারা জানে যে প্রথম প্রথম যখন কেউ ঐখান থেকে আসে তখন তার সতোপ্রধান পুনর্জন্ম হয়, পরে রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে সবথেকে শ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের পরিবার থাকে। পরবর্তীকালে অনেক ধর্মের স্থাপনা হয়। ওরা সবাই পরে আসে। এই সকল কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ আর ওরা হল শূদ্র। আমরা শিক্ষা পেয়ে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছি। এইরকম কে বানাচ্ছেন? যিনি সর্বদা সতোপ্রধান থাকেন, কখনও রজো কিংবা তমো অবস্থায় আসেন না। তিনিই আমাদেরকে এইরকম বানাচ্ছেন। প্রত্যেককেই পরিশ্রম করতে হবে। তোমাদের পরিশ্রমের দ্বারা তোমরাই উঁচু পদ পাবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজধানী সামলাচ্ছে। কেবল বেহদের বাবা-ই তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে সহজ যুক্তি বলছেন। এর নামই হল সহজ রাজযোগ, যার দ্বারা দৈবী স্বরাজ্য পাওয়া যায়। 'স্ব' অর্থাৎ 'আত্মা'-ই রাজত্ব পায়। আত্মা বলছে আমি এখন গরিব শরীরে আছি। এরপর রাজপুত্রের শরীর পাব। তোমরা আত্মারা এখানে বসে আছ। যার কাছে যেতে হবে তাকেই স্মরণ করতে হবে। গুরুরা নানা মন্ত্র দিয়ে থাকে। এই বাবা যে মন্ত্র দেন সেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না। বাবা কেবল একটাই মন্ত্র দিচ্ছেন - আমি হলাম তোমাদের নিরাকার পিতা, আমিই তোমাদের শিক্ষক, এবং আমিই হলাম পতিত-পাবন গুরু। আমি হলাম নিরাকার - এইটা নিশ্চয় হতে হবে। আমাদের বাবা হলেন পতিত-পাবন, নিরাকার এবং জ্ঞানের সাগর। রাজযোগের দ্বারা তিনি আমাদেরকে মহারাজা মহারানী বানান, অসীম উত্তরাধিকার দেন। একশ শতাংশ সম্পত্তিবান এবং দীর্ঘজীবী হও। দেবতাদের মত এত বড় আয়ু আর কারোর হয় না। পুত্রবান হও। তোমাদের বংশ ক্রমশ চলতেই থাকবে। তোমরা জানো যে ওখানে বিকার থাকা সম্ভব নয়। আত্মা নিজের বিষয়ে জ্ঞাত থাকে। আমি এখন গিয়ে বাচ্চা হব, তারপর যুবক এবং পরে বৃদ্ধ হব। তারপর আবার অন্য একটা শরীর নেব। ওই দুনিয়ার রীতি নীতি আর এই দুনিয়ার রীতি নীতি আলাদা। এটা কেবল বাবা-ই বোঝাতে পারেন। তিনি বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ শরীর ধারণকারী আত্মাদেরকে প্রতিদিন বলেন যে শরীর ছাড়া আমি তোমাদেরকে শোনাব কিভাবে? এটা মনে রাখতে

হবে। আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এটা ভুলে যায়। তোমরা এখন বাস্তবে বসে আছ। তোমরা জানো যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা অনেক ফালতু কথা শুনে এসেছ, কতই না গীতা ইত্যাদি শুনেছ। এটা হল সঙ্গমযুগ। সঙ্গমযুগের অর্থই হল পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপন। তাই এই যুগকে মঙ্গলময় এবং কল্যানকারী সঙ্গমযুগ বলা হয়। সঙ্গমযুগকে ভুলে গেলে নিজের রাজধানীকেও ভুলে যায়। তোমরা তো প্রদর্শনী ইত্যাদি কর কিন্তু তাও কারোর বুদ্ধিতে এটা ধারণ হয় না। হয়তো এটা বলে যে এখানে ঈশ্বরপ্রাপ্তির যুক্তি খুব ভালো। কিন্তু অতটাই। এটা বোঝে না যে এখানে স্বয়ং ঈশ্বর পড়ান। খুব কম জনের-ই নিশ্চয় হয় এবং বলে যে এইটাই ঠিক, আমিও বুঝেছি যে পরমপিতা পরমাত্মা-ই পড়ান। যেমন অন্তিমে ভীষ্ম পিতামহরা স্বীকার করেছিল যে এদেরকে পরমাত্মা পড়ান সেইরকম অন্তিমে সবাই এটা বুঝবে। হয়তো প্রদর্শনীতে হাজার জন আসে, কিন্তু কেউই এটা বুঝতে পারেনা যে তোমাদেরকে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। তারা বলে, এই কথাটা আমি বুঝতে পারছি না যে নিরাকার কিভাবে পড়াবেন? ঠিক আছে, আমি গিয়ে বুঝব। কিন্তু তারপর আর আসেনা। এইরকমও হয়ে থাকে। তোমরা কত বোঝাও, বল যে আমরা তোমাকে স্বর্গের বাদশাহী দেব, কিন্তু তাও তারা মানে না। এখন চারা রোপন হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভক্তদেরকে বোঝানো সহজ হবে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বল যখন তাহলে পূজা কর কেন? এইসব তো জড় পদার্থ, আর তুমি তো চৈতন্য। তাহলে তুমিই তো বড়। বোঝাতে হবে যে বেহদের বাবা একজন-ই, তাঁরই মহিমা করা হয়। তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ এবং পতিত-পাবন। এটা পতিত দুনিয়া, কেবল বাবা-ই এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গমেই আসবেন। এখন বাবা এসেছেন এবং বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গীতাতে এই কথা আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার জন্য বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। তোমরা জানো যে এই জ্ঞান খুবই সহজ কিন্তু বিঘ্ন আসতেই থাকে। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই বিঘ্ন দেয়। আমরা তাদেরকে এইদিকে টানি আর তারা আমাদেরকে ওইদিকে টানে। খুব শক্ত বন্ধন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কিভাবে এইসব সম্ভব। শিববাবা তো হলেন জ্ঞানের এবং সুখের সাগর। তিনি কিছু না কিছু তো নিশ্চয়ই করেছেন। তিনি স্বর্গ স্থাপন করেছেন। কেবল আমাকেই স্মরণ করার উপদেশ দিই। কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারবে না। বোঝার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ক্লান্ত হওয়া যাবে না। অনেকের দ্বারা পরিশ্রম হয় না, নানা অজুহাত দিতে থাকে। বাবা তো কোনও কষ্ট দিচ্ছেন না। বাচ্চাদেরকে সামলাও, ভোজনও বানাও। কেবল শিববাবার স্মরণে থাক। ঠিক আছে, দিনের বেলা যদি সময় না পাও তাহলে অমৃতবেলায় স্মরণ কর। গায়ন আছে, প্রত্যুষে রাম নাম স্মরণ কর। আত্মা বলে, ভোরবেলা বাবাকে স্মরণ কর। বাবাও এই উপদেশই দিচ্ছেন যে সঠিক সময়ে ঘুমাতে হবে। সম্পূর্ণ তালিকা রাখতে হবে যাতে ভোরবেলা উঠতে পার। এই বিষয়ে সিন্ধিতে একটা কথা আছে- তাড়াতাড়ি ঘুমাও এবং তাড়াতাড়ি ওঠ। এখন তোমরা জ্ঞানী হচ্ছ। গোটা চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা একটুও দুঃখ পাবে না। তোমরা রাজার রাজা হয়ে যায়। অর্থের কখনও কোনো সমস্যা থাকবে না এবং স্বাস্থ্যবানও হয়ে যাবে। এইসব গুণ তোমরা এখন শিববাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। বরাবর তোমরা স্বাস্থ্যবান, সম্পত্তিবান এবং সুখী হয়ে যাও। এটাও তোমরা জানো যে হোলি, দীপাবলি ইত্যাদি সবকিছু এই সময়েরই ঘটনা পরে যার স্মৃতিচিহ্ন রয়ে যায়। তাই ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করা খুবই ফলদায়ক। স্মরণের অভ্যাস বাড়াতে থাক। বাচ্চারা গীতও শুনেছে যে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগো এবং জাগাও। গৃহস্থে থেকেও যেকোনো আত্মাকে বাবার পরিচয় দাও। সে তারপর বাবাকে লিখবে যে অমুক ব্যক্তির দ্বারা আমি তোমাকে চিনেছি, এখন তো আমি তোমার হয়েই থাকব, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার

অবশ্যই নেব। আমি তো তোমারই ছিলাম। এইরকম পত্র আসলে তবেই সেবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পত্র পেয়ে বাবা খুশি হবেন। এছাড়া কেবল ক্লাসে আসা যাওয়া করা - সেটা তো পুরাতন প্রথা হয়ে গেল। অন্যান্য সৎসঙ্গে যেমন নিয়ম মাফিক যায়। তোমাদেরকে তো প্রত্যেককে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এটা খুবই উঁচু পাঠ। জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে কতই না মিষ্টি জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তবে বোঝার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) স্মরণের অভ্যাস বাড়াতে হবে। এই যাত্রাতে কখনো ক্লান্ত হওয়া কিংবা অজুহাত দেওয়া যাবে না। স্মরণের সম্পূর্ণ তালিকা রাখতে হবে। শিববাবার স্মরণে থেকে খাবার বানাতে এবং খেতে হবে।

২) বুদ্ধির দ্বারা বেহদের সন্ন্যাস করতে হবে। এই পতিত দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করতে হবে। বাবার কাছ থেকে যে মন্ত্র মিলেছে সেটাই সবাইকে দিতে হবে। নিজে জেগে থেকে সবাইকে জাগাতেও হবে।

বরদান :- মহানতার সাথে নির্মাণতার গুণ ধারণ করে সকলের কাছে সম্মান প্রাপ্তকারী সুখদায়ী হও।

মহানতার লক্ষণ হল নির্মাণতা। সর্বদা পরিপূর্ণ থাকার কারণে যে যত মহান, সে তত নির্মাণ হয়। যেমন গাছ যত ভরপুর হয়, তত ঝুঁকে থাকে। তাই এই নির্মাণতা-ই সেবা করে। যে নির্মাণ হয় সে সকলের কাছে সম্মান পায়। যে সর্বদা অভিমানের বশে থাকে তাকে কেউ সম্মান দেয় না বরং তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। যে নির্মাণ হয় সে যেখানেই যাক, যাই করুক, সেটা সুখদায়ী হবে। তার কাছ থেকে সবাই সুখের অনুভূতি করবে।

স্লোগান :- বিষন্নতাকে পরিত্যাগ করার জন্য খুশির খাজানা সর্বদা নিজের সাথে রাখো।